সংবাদ পরিষেবা | সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২১

কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক, এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম-ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

চাষের জমি গিলছে ইটভাটা ২৭/১৮

ইটভাটা এতদিন ছিল খনি জাতীয় কাজ বা মাইনিং অ্যাক্টিভিটি। কারণ, মাটি খুঁড়ে ইট তৈরির কাজ হত ইটভাটায়। পরিবেশ দফতরের ছাড়পত্র ছাড়া ইটভাটার অনুমোদন দেওয়া হত না। আর পরিবেশ মন্ত্রকের ছাড়পত্র পেতে অনেক কাঠখড় পোয়াতে হত। ছাড়পত্রের এই ব্যবস্থা শিথিল করে রাজ্য মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এখন থেকে দেড় মিটার পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে ইট তৈরি করা হলে তা খনির কাজের সঙ্গে যুক্ত করা হবে না। ফলে পরিবেশ দফতরের ছাড়পত্রের কোনো দরকার পড়বে না। আগেই রাজ্যে বহু বেআইনি ইটভাটার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ঘটনা এ রাজ্যে ঘটেছে। মন্ত্রীসভার এই সিদ্ধান্তে এক ঝটকায় সব বেআইনি ইটভাটা এবার আইনি হয়ে যাবে। যারা পরিবেশের দূষণ করছে তাদেরও আর ধরা যাবে না। এছাড়া আরো অনেক ইটভাটা তৈরি হবে যত্রতত্র। ইটভাটায় মাটির ওপর থেকে দেড় মিটার অবধি খুঁড়ে ইট তৈরি করা হয়। এজন্য নতুন ইটভাটা তৈরি হলে নষ্ট হবে আরো কৃষি জমি। এর ফল শেষ পর্যন্ত ভুগবেন চাষিরা।

উত্তর পূর্বে জৈবচাষ ২৭/১৯

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা উত্তর পূর্বাঞ্চল কৃষি বিপণন নিগম লিমিটেড-কে ৭৭.৪৫ কোটি টাকার পুনরুজ্জীবন প্যাকেজের অনুমোদন দিয়েছে ক্যাবিনেট কমিটি। সরকার মনে করছে, এর ফলে উত্তর পূর্বাঞ্চলের চাষিরা তাদের পণ্যের সঠিক দাম পাবে। কারণ এখন থেকে এই সংস্থা একদিকে যেমন চাষিদের প্রশিক্ষণ, জৈব বীজ ও সার দিয়ে সহায়তা করতে পারবে। অন্যদিকে উৎপাদিত ফসলের দেশে এবং বিদেশে বিপণনের জন্য প্রচার কর্মসূচি নিতে পারবে। সরকার মনে করছে এতে ৩৩ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। একই সঙ্গে এই নিগমের আয় বাড়বে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরতা বন্ধ হবে।

ওজোন ছাতা রক্ষা ২৭/২০

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা পর্যায়ক্রমে হাইড্রোফ্লুরো কার্বন নির্গমন কমানোর জন্য ওজন স্তরে ক্ষতিকারী পদার্থের বিষয়ে মন্ট্রিওল প্রোটোকলে কিগালি সংশোধনীতে পরিবর্তন নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অনুমোদন দিয়েছে। এর ফলে, হাইড্রোফ্লুরো কার্বন নির্গমন হ্রাস পর্যায়ক্রমে গ্রিন হাউজ গ্যাসের পরিমাণ কমিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন রুখতে সাহায্য করবে। হাইড্রোফ্লুরো কার্বন উৎপাদনকারী শিল্পগুলি পর্যায়ক্রমে এই কার্বন উৎপাদন বন্ধ করবে।

সরকারের এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হল, ২০২৩ সালের মধ্যে শিল্প সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সব পক্ষের প্রয়োজনীয় পরামর্শ নেওয়ার পর, পর্যায়ক্রমে হাইড্রোফ্লুরো কার্বন নির্গমন কমানোর জন্য জাতীয় কৌশল কার্যকর করা। এছাড়া ওজোন স্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এমন পদার্থ (নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা) বিধি ২০২৪ এর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে কার্যকর করা। এই সময়ে হাইড্রোফ্লুরো কার্বন উৎপাদন ও ব্যবহারে উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্তমান আইনি পরিকাঠামোর পরিবর্তন করা হবে। হাইড্রোফ্লুরো কার্বন নির্গমন কমালে পর্যায়ক্রমে প্রায় ১০৫ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন রোধ করা যাবে বলে মন্ত্রীসভা আশা করছে। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের অক্টোবরে রুয়ান্ডা'র কিগালিতে অনুষ্ঠিত মন্ট্রিওল প্রোটোকলের ২৮ তম বৈঠকে অংশগ্রহণকারী দেশ হিসেবে ভারত মন্ট্রিওল প্রোটোকল গ্রহণ করেছিল। প্রশ্ন হল ২০১৬ সালে সহমত হয়েও সরকার এতদিন হাইড্রোফ্লুরো কার্বন নির্গমন নিয়ে কিছু করেনি কেন?

বিপর্যয় রুখতে ভারত-বাংলা চুক্তি ২৭/২১

ভারতের জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এনডিএমএ) এবং বাংলাদেশের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রকের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষারিত হয়েছে। এই চুক্তিপত্র অনুযায়ী, ভারত ও বাংলাদেশ বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ও মোকাবিলায় প্রস্তুতি, দক্ষতা বৃদ্ধিসহ

বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক তথ্য আদান-প্রদান করা হবে। এর ফলে, উভয় দেশই উপকৃত হবে। সমঝোতাপত্রের উল্লেখযোগ্য দিক হল -

১) কোনো দেশে প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট বড় বিপর্যয় ঘটলে ত্রাণ ও পুনর্গঠনের কাজে অন্য দেশ সহায়তা করবে।

২) এ সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য দুটি দেশ বিনিময় করবে। এতে বিপর্যয়ের সময় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সুবিধা হবে।

৩) উন্নত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা, দ্রুত সতর্কবার্তা প্রেরণ, দিক-নির্দেশ ব্যবস্থাপনা, বিপর্যয় প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সহ দুটি দেশ তথ্য আদান-প্রদান করবে।

৪) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা প্রতিরোধে আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

৫) দুটি দেশ যৌথভাবে বিপর্যয় প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মহড়া চালাবে।

৬) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

৭) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকাশনা, পাঠ্য পুস্তক ও তথ্য বিনিময় করা হবে। এছাড়াও, প্রয়োজনীয় গবেষণামূলক বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

উল্লেখ বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চল, রামপালে ভারতের সহায়তায় যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে তা নিয়ে বাংলাদেশে যথেষ্ট অসন্তোষ রয়েছে। সেখানকার পরিবেশ নিয়ে কর্মরত মানুষজন মনে করছেন, এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ফলে দুই দেশের সুন্দরবনের ক্ষতি হতে পারে। এর ফলে বড় বিপর্যয়ও হতে পারে। চুক্তিতে অবশ্য এই কেন্দ্র নিয়ে কোনো কথা নেই।

কড়া প্লাস্টিক ২৭/২২

একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের কারণে যে দূষণ সৃষ্টি হচ্ছে তা আমাদের এক কঠিন পরিবেশ সমস্যার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। ২০১৯ সালে রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ সংক্রান্ত চতুর্থ সভায় ভারত একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক পণ্যের দূষণ মোকাবিলায় একটি প্রস্তাব পেশ করে। বিশ্বব্যাপী এর গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করে সভায় স্থির করা হয়, ২০২২ সালের পয়লা জুলাই থেকে পলিস্টাইরিনসহ একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের উৎপাদন, আমদানি, মজুত, বিতরণ, বিক্রি এবং ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে।

হাল্কা প্লাস্টিকের ব্যাগের কারণে যে আবর্জনা সৃষ্টি হয় তা বন্ধ করতে চলতি বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে এই ব্যাগের ঘনত্ব ৫০ মাইক্রন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আর ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে তা ১০০ মাইক্রন করা হবে বলে ঠিক করা হয়েছে। এতে এই ব্যাগ ফের ব্যবহার করা যাবে। সরকার প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশোধনী বিধি ২০২১-এর মাধ্যমে প্লাস্টিক উৎপাদক, আমদানিকারীদের এই ধরনের প্লাস্টিক উৎপাদন এবং আমদানি বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। পাশাপাশি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার তাদের সব দফতরকে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি ২০২১ রূপায়ণের জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও তা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এই প্লাস্টিক ব্যবহার না করার বিষয়ে জনসচেতনা গড়ে তুলতে প্রচারাভিযান চালানো হচ্ছে। এই সমস্যার বিকল্প উদ্ভাবনের জন্য ইন্ডিয়া প্লাস্টিক চ্যালেঞ্জ-হ্যাকাথন ২০২১-এর আয়োজন করা হয়েছে।

নতুন রামসার স্থান ২৭/২৩

রামসার সাইট বা স্থান হিসেবে ভারতের আরো চারটি জলাভূমি স্বীকৃতি পেয়েছে। এই চারটি জলাভূমি হল, গুজরাটের থোল, ওয়াধওয়ানা এবং হরিয়ানার সুলতানপুর ও ভিন্দাওয়াস। কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব একথা এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন।

এই চারটি স্থান যোগ হওয়ায় ভারতে রামসার সাইটের বেড়ে দাঁড়ালো ৪৬। এই ৪৬ এলাকার ভৌগোলিক সীমানা সব মিলিয়ে ১০ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩২২ হেক্টর। রামসার তালিকায় হরিয়ানা থেকে এই প্রথম কোনো স্থান যুক্ত হল। রামসার সাইট নির্বাচনের উদ্দেশ্য হল, জৈব বৈচিত্র্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমিগুলির সংরক্ষণে সারা বিশ্ব জুড়ে রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠু পরিচালনার এক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। সেই সঙ্গে, জলাভুমিগুলির বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে মানব জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখা। জলাভূমিগুলি থেকে বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ এবং পরিবেশগত সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে-খাদ্য, জল,

তন্তু বা আঁশ। এছাড়া এই জলাভূমি মাটির নীচের জলের সঞ্চয় বাড়ায়। নোংরা জল শোধন করে। বন্যার ঝুঁকি কমায়। ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করে। আর জলবায়ুর বদলের প্রভাব কমায়। প্রকৃতপক্ষে জলাভূমিগুলি জলের অন্যতম প্রধান উৎস। তবে দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব কলকাতা জলাভূমি রামসার সাইটের অন্তর্ভুক্ত হলেও বিভিন্ন নির্মাণ কাজের জন্য এই জলাভূমি আজ বিপন্নপ্রায়।

ফসল বাঁচাও ২৭/২৪

টমেটো, পেঁয়াজ ও আলুর জন্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রক ২০১৮-র নভেম্বর মাসে অপারেশন গ্রিন স্কিম চালু করে। ২০২১-২২ বাজেট ঘোষণায় আরো ২২টি দ্রুত পচনশীল কৃষি পণ্য সহ চিংড়ি মাছকে অপারেশন গ্রিন স্কিমের আওতায় আনা হয়েছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রক সূত্রে এ খবর জানা গেছে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল, এই ফসল উৎপাদনকারী চাষিদের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার ব্যবস্থা করা, এগুলির অপচয় কমানো। সবার সুবিধার জন্য ন্যায্য দাম ঠিক করা এবং প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্যযোগ বা ভ্যালু অ্যাডিশন করা।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি ভিত্তিতে পরিবহন এবং মজুত রাখার ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ হারে ভরতুকি দেওয়া হয়। অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট উৎপাদক ক্লাস্টারগুলিকে ৩৫ শতাংশ থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত এককালীন অনুদান দেওয়া হয়। প্রকল্প খাতে মোট খরচের ওপর এই অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে। তবে, উৎপাদন ক্লাস্টারগুলির প্রকল্প খাতে মোট খরচের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত স্থির হয়েছে। তবে এর জন্য আবেদন করতে হয় কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রকের কাছে।

কৃষি বৈচিত্র্য ফেরাতে ব্রিকস ২৭/২৫

ব্রিকস দেশগুলির মধ্যে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার লক্ষ্যে কৃষিতে আরো বৈচিত্র্য আনতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই গোষ্ঠীভুক্ত দেশ ভারতসহ ব্রাজিল, রাশিয়া, চিন ও দক্ষিণ আফ্রিকা কৃষিতে বৈচিত্র্যের পাশাপাশি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার ওপর সহযোগিতাকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গুরুত্ব দিয়েছে।

সাস্টেনেবল ডেভলপমেন্ট গোল বা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রসংঘের ২০৩০ এজেন্ডার রূপায়ণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্ষুধা ও দারিদ্র দূরীকরণে রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্যগুলি পূরণে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে ব্রিকস দেশগুলি অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে তারা ভালো জায়গায় রয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের ওই এজেন্ডায় আরো বলা হয়েছে, ব্রিকস দেশগুলিতে কৃষি গবেষণায় মজবুত ভিত্তি এবং জ্ঞান বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বৈচিত্র্য নিয়ে আসার পাশাপাশি, প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, কৃষি গবেষণা, গবেষণাধর্মী কাজকর্মের পরিধি বিস্তার, প্রযুক্তি হস্তান্তর, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির মতো ক্ষেত্রে সহযোগিতা গড়ে তুলতে ভারতের উদ্যোগে বাকি ব্রিকস্ দেশগুলিকে নিয়ে কৃষি গবেষণা প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হয়েছে। গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির কৃষি মন্ত্রীদের বৈঠকে কৃষি-সহযোগিতার লক্ষ্যে ২০২১-২০২৪ পর্যন্ত কর্মপরিকল্পনা এবং ব্রিকস কৃষি গবেষণা প্ল্যাটফর্মের কাজকর্ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

কদবেলে স্বাস্থ্য ২৭/২৬

বাজারে উঠছে কদবেল। বিভিন্ন জায়গায় কিছুদিনের মধ্যে এই বেল মাখাও পাওয়া যাবে। সাধারণত অগস্ট থেকে নভেম্বর মাসে এই ফল পাকে। পাকা কদবেলে রয়েছে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেড বা শর্করা, ফ্যাট ক্যালসিয়াম, ভিটামিন বি ও সি। প্রতি ১০০ গ্রাম মন্ডে ৪৯ ক্যালোরি শক্তি পাওয়া যায় কদবেল থেকে। দেশি এই ফল অনেক উপকার করে। কাশি, সর্দি, হাঁপানি কমাতে এই বেল কাজ দেয়। পিত্ত পাথুরিতে কদবেলের কচি পাতার রস ব্যবহার হয়। এতে প্রচুর আঁশ থাকে। তাই এই ফল খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। পেটের ঘা নিরাময়ে এটি ভালো কাজ দেয়। এছাড়া মাড়ি ও গলার ঘায়ে ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলা হয়েছে, এই ফল মধুমেহ বা ডায়াবেটিস এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এর বীজ নাকি হৃদরোগ নিরাময়ে সাহায্য করে। হেলথ অ্যাকশন পত্রিকা সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা - ৭০০ ০৪২ । দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ণ : অভিজিত দাস,
সম্পাদক : সুব্রত কুণ্ডু